যুগান্তর

তারিখ 02 NOV 2017
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম ৫

নবীনগরে দেড়শ' শিক্ষার্থী ও অভিভাবক নিয়ে নৌকাডুবি

নবীনগর (ব্রাহ্মণবাড়িয়া) প্রতিনিধি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলায় প্রায় দেড়শ' শিক্ষার্থী ও অভিভাবক নিয়ে নৌকাডুবির ঘটনা ঘটেছে। এতে দুই জেএসসি পরীক্ষার্থী নিহত হয়েছে। বুধবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে উপজেলার কৃষ্ণনগর নৌঘাট এলাকায় পাগলা নদীতে এ ঘটনা ঘটে। শিক্ষার্থীরা সবাই জেএসসি পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিল। তাদের সঙ্গে ছিলেন অভিভাবক ও কয়েকজন শিক্ষক। ধারণা করা হচ্ছে অতিরিক্ত

২ জেএসসি পরীক্ষার্থীর মৃত্যু, আহত ১০ : তদন্ত কমিটি

■ পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৭
● ছবি : পৃষ্ঠা ২০

নবীনগরে দেড়শ' শিক্ষার্থী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

যাত্রী বোঝাইয়ের কারণে তীরে ভিড়ার আগমুহূর্তে নৌকাটি ডুবে যায়। নিহত দুই পরীক্ষার্থী হল— নাদিরা আক্তার (১৪) ও সোনিয়া আক্তার (১৪)। তারা দু'জনই উপজেলার বিরগাঁও ইউনিয়নের বিরগাঁও স্কুল অ্যান্ড কলেজের ছাত্রী। নাদিরা বীরগাঁও ইউনিয়নের আমতলী গ্রামের সৈয়দ হোসেন মিয়ার মেয়ে এবং সোনিয়া একই ইউনিয়নের নজরদৌলত গ্রামের ইকবাল হোসেনের মেয়ে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সালেহীন তানভীর গাজী জানান, এ ঘটনায় জেলা প্রশাসন থেকে অতিরিক্ত একজন ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রধান করে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে। জানা যায়, বিরগাঁও থেকে ইঞ্জিন নৌকায় বিরগাঁও স্কুল অ্যান্ড কলেজের ৪০ জন শিক্ষার্থী জেএসসি পরীক্ষা দিতে কৃষ্ণনগর আবদুল জাব্বার উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে যাচ্ছিল। তাদের সঙ্গে ছিলেন প্রায় একশ' অভিভাবক ও শিক্ষক। কৃষ্ণনগর ঘাটে ভিড়ার আগমুহূর্তে পাগলা নদীতে নৌকাটি কাত হয়ে ডুবে যায়। এ সময় প্রচণ্ড হুড়োহুড়ি লাগে। পানিতে ডুবে দুই জেএসসি পরীক্ষার্থী নাদিরা আক্তার ও সোনিয়া আক্তারের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। বেশিরভাগ শিক্ষার্থী ও অভিভাবক সাঁতরে তীরে উঠলেও ১০ শিক্ষার্থী পানিতে ডুবে যায়। পরে তাদের উদ্ধার করে ৯ জনকে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতাল এবং আকলিমা আক্তার নামে একজনকে মুমূর্ষু অবস্থায় ঢাকা মেডেকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

কুমিল্লা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুল খালেক, জেলা প্রশাসক রেজওয়ানুর রহমান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো. সামছুল হক, অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার (নবীনগর সার্কেল) চিত্তরঞ্জন পাল তাৎক্ষনিক ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। তারা নিহতের পরিবারের সদস্যদের সান্ত্বনা দেন। এ সময় জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিহতের পরিবারকে নগদ ২০ হাজার টাকা করে অনুদান দেয়া হয়।

দুই শিক্ষার্থীর বাড়িতে শোকের ছায়া : দুই শিক্ষার্থীর অকাল মৃত্যুর ঘটনায় তাদের সহপাঠীদের মাঝে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢোকার সময় কান্নায় ভেঙে পড়েন তারা। নিহত নাদিরা গরিব পরিবারের মেধাবী ছাত্রী ছিল। বাবা সৈয়দ হোসেন গরুর ব্যবসার সহযোগী হিসেবে কাজ করেন। নাদিরা ছিল তাদের দ্বিতীয় সন্তান। তাকে নিয়ে বাবা-মায়ের অনেক স্বপ্ন ছিল— মেয়ে বড় হয়ে একদিন ডাক্তার হবে, বাবা-মায়ের মুখ উজ্জ্বল করবে। নাদিরাদের আমতলী গ্রামের বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, আদরের মেয়েকে হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন বাবা-মা ও স্বজনরা। বিলাপ করতে করতে মা বারবার বলছিলেন, 'আমার মেয়েকে এনে দাও। আমি ওকে ছাড়া বাঁচব না।' অন্যদিকে নজরদৌলত গ্রামেও চলছে শোকের মাতম। আহাজারি করছিলেন সোনিয়ার বাবা ইকবাল হোসেন ও মা আসমা বেগম। আসমা বেগম কাঁদতে কাঁদতে বলেন, আমার মেয়ে লেখাপড়া করে বড় হতে চেয়েছিল, তার স্বপ্ন ছিল সে ইঞ্জিনিয়ার হবে। আমার মেয়ের সেই স্বপ্ন আর পূরণ হল না।

বীরগাঁও স্কুল অ্যান্ড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নাছির হোসেন বলেন, তারা অত্যন্ত বিনয়ী ও মেধাবী ছাত্রী ছিল। তাদের মৃত্যুতে সহপাঠীদের মনোবলও ভেঙে পড়েছে। তিনি জানান, বাদ মাগরিব নিহত দুই শিক্ষার্থীর জানাজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। জানাজায় সহকারী কমিশনার (ভূমি) জেপি দেওয়ানসহ নবীনগর প্রশাসনের কর্মকর্তারা অংশ নেন।